MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২১তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০২৩
দাম : দশ টাকা

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ : পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার পরিণাম ফল

কথাটা শুনতে অনেকটা তাত্ত্বিক মনে হলেও এটা এখন দুনিয়াব্যাপী স্পষ্ট যে সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। এরা কখনো যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা তৈরি করে আবার কখনো প্রকৃত যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে সে তার অস্ত্র ব্যবসা আর বাজার দখল চালিয়ে যায়। যুদ্ধ হচ্ছে ইউক্রেনে, বোমার আগুনে পুড়ছে ইউক্রেনবাসী আর মূল্যবৃদ্ধির অনলে পুড়ছে গোটা বিশ্ববাসী।

গোটা পৃথিবী এক ভয়াবহ যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছে। গত ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করে। এই যুদ্ধের ভয়াবহ ফল রাশিয়া-ইউক্রেনের সাধারণ জনগণ যেমন তেমনি সারা দুনিয়ার মানুষকেই নানাভাবে ভোগ করতে হচ্ছে। প্রায় এক বছর ধরে চলা এই যুদ্ধ ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বেশি সময় ধরে চলা প্রাণঘাতী যুদ্ধ। এই যুদ্ধ সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধ এমনকি নতুন আরেকটা বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা জাগাচ্ছে।

কিন্তু কী সেই অন্তর্নিহিত কারণ যার ফলে দুইটি ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ এমন মরণযুদ্ধে নিজেদেরকে জড়ালো? সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূগোল-ইতিহাসে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে বিশেষ তফাত কখনোই ছিল না। রাশিয়া, ইউক্রেন ও বেলরুশিয়া এই তিনটি সত্তা মিলে গড়ে উঠেছিল 'কিয়েভস্কি রুশ' বা রুশ জাতি রাষ্ট্রের আদি কাঠামো। সোভিয়েত আমলে ইউক্রেন-রাশিয়া সম্পর্ক আরও গভীর হয়। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ পর্যায়ে ইউক্রেনীয় নেতারা অধিষ্ঠিত হয়েছেন। নিকিতা ক্রুশ্চেভ ও লিওনিদ ব্রেজনেভ দুজনেই ছিলেন ইউক্রেনীয় জাতিসত্তার। এদের আগে জোসেফ স্তালিন যিনি জর্জীয় তিনিও দীর্ঘ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে ছিলেন। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নে রুশী ও ইউক্রেনীয়রা কাধে কাধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও এই দুই জাতিসত্তা মিলেমিশে লড়াই করেছে নাৎসি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে।

তবে এই ভয়াবহ যুদ্ধ বাধল কেন? কেন এরই মধ্যে প্রায় আশি লাখের মতো মানুষ স্বদেশ ইউক্রেন থেকে ইউরোপে আশ্রয় নিয়েছে? বিভিন্ন গণমাধ্যম বলছে উভয় পক্ষের হাজার হাজার সেনা প্রাণ হারিয়েছে। অনেক বেসামরিক নাগরিক নিহত হওয়ার খবরও গণমাধ্যমে এসেছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে এটা নিশ্চিত যে ইউক্রেন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে চলেছে।

কেন এই মরণঘাতী যুদ্ধ?

প্রথমত, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এবং শেষের দিক পর্যন্ত রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল বিশ্বের বৃহত্তম দেশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন রেড আর্মি জার্মান নাৎসি বাহিনীকে পরাজিত করে এবং বার্লিনের দিকে বিজয় মিছিল নিয়ে আগায়, সেই যাত্রা পথেই তারা ফ্যাসিস্ট জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলগুলোকে মুক্ত করে। এর ফলেই ওয়ারশ প্যাক্ট প্রতিষ্ঠিত হয় যা ফ্যাসিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর জোট। আর এই জোট মার্কিন নেতৃত্বাধীন ইউরোপীয় পুঁজিবাদী শক্তি ও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একটা বাফার জোন হিসেবে কাজ করত।

কিন্তু আধুনিক সংশোধনবাদ এবং সংস্কারের কবলে পড়ে সোভিয়েত ব্লকের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলো এবং ওয়ারশ প্যাক্টের দেশগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে নতুনভাবে সম্পর্কিত হওয়ার চেষ্টা করছিল, যে চেষ্টা এমনকি রাশিয়াও করেছে এবং ক্রমেই তারা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। রাশিয়ার সীমান্তবর্তী দেশগুলোর ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত হওয়া পুতিন এবং রাশিয়ান পুঁজিপতিদের উদ্বেগ বাড়াচ্ছিল। আর এখন ইউক্রেনের ন্যাটোতে অন্তর্ভুক্তি রাশিয়ার জন্য বিশাল মাথা ব্যথার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়ত, জার্মানি ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় দেশ এবং দুনিয়ার অন্যতম শিল্পোন্নত দেশ। ২০২১ সালে রাশিয়ান গ্যাস সরাসরি জার্মানিতে এবং অন্যান্য ইউরোপীয়ান দেশে সরবরাহ করার জন্য বিশাল এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ নির্মিত নর্ড স্ট্রিম ২ পাইপলাইন উদ্বোধন হওয়ার কথা। এই পাইপলাইন সক্রিয় হলে ইউরোপে রাশিয়ার গ্যাস সরবরাহ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে যা এখনই ইউরোপের গ্যাসের ৪০ শতাংশ এবং এটা ইউরোপীয় ইউনিয়নের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যকে দুর্বল করবে এবং ইইউ জুড়ে রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রভাবকে শক্তিশালী করবে। এটা ইইউ এবং রাশিয়া উভয়কেই শক্তিশালী করবে অপরদিকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে দুর্বল করবে যা ইতিমধ্যেই ক্ষয়িষ্ণু। তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নানাভাবেই এই পাইপলাইন তৈরিকে বাধাগ্রস্ত করতে চেয়েছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের দুই সপ্তাহেরও কম সময় আগে অর্থনীতির অধ্যাপক মাইকেল হাডসন তার এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'মার্কিন কূটনীতিকদের জন্য ইউরোপের এই জ্বালানি ক্রয়কে ঠেকানোর একমাত্র উপায় হলো রাশিয়াকে ইউক্রেন আক্রমণে টেনে নিয়ে আসা। সমস্যাটি হল একটা উপযুক্ত আক্রমনাত্মক ঘটনা তৈরি করা এবং রাশিয়াকে আগ্রাসী হিসেবে চিত্রিত করা'। ঠিক সেটাই আমরা দেখি বিগত কয়েক বছর ধরেই মার্কিন সরকারের নানা অন্তর্ঘাতমূলক ষড়যন্ত্রের ফলে এই পাইপলাইন তৈরির কাজ বিলম্বিত হয়েছে। এই সময় তারা নিয়েছে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য যাতে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করে এবং যার ফলে জার্মানিসহ অন্যান্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো রাশিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় নিজেদের ভয়াবহ ক্ষতি হবে জেনেও। ২০২২ সালের জানুয়ারির ২৭ তারিখ মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেটস ফর পলিটিক্যাল এফেয়ারস ভিক্টোরিয়া নল্যান্ড ঘোষণা করেন, 'যদি রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করে তাহলে নর্ড স্ট্রিম ২ আর এগোবে না'। আর নল্যান্ড এবং মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটোর চাপে পড়ে 'ন্যাটোর সাথে সংহতি' এবং 'ইউক্রেনের সাথে

সংহতি' ইত্যাদি স্লোগান তুলে জার্মানি ইউএস এর সাথে একাত্মতা পোষণ করে এবং নর্ড স্ট্রিম ২ পাইপলাইন বাতিলের হুমকি দেয়। রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের পর মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইউক্রেনের সরকার এবং জনগণকে প্রক্সি হিসেবে স্থাপন করে। জার্মানি রাশিয়ার সাথে নর্ড স্ট্রিম ২ চুক্তি বাতিল করে। এখন এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অচিরেই শেষ হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

ইউক্রেন ও এর জনগণকে দিয়ে 'প্রক্সি' যুদ্ধ চালাচ্ছে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

সাধারণভাবে দেখলে এই যুদ্ধের জন্য দুই পক্ষকেই নানাভাবে দায়ী করা যায় কিন্তু এই যুদ্ধে রয়েছে আরেকটি তৃতীয় পক্ষ। বস্তুত, এই যুদ্ধের তারাই চরম প্রতিপক্ষ। সেটি হচ্ছে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ইউরোপীয় পুঁজিবাদী শক্তি। বাহিরের আবরণে এটা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ কিন্তু ভেতরে এটা পাশ্চাত্যের পরোক্ষ যুদ্ধ বা proxy war রাশিয়ার বিরুদ্ধে। যুদ্ধের শুরুতেই মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন ব্রাসেলসে প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে বলেছেন, ইউক্রেন এই যুদ্ধ জিততে সমর্থ, এবং রাশিয়াকে এই যুদ্ধে জিততে দেয়া যায় না কোনমতেই। একইভাবে ব্রিটিশ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিস ট্রাস বলেছেন, যতক্ষণ দরকার ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইউক্রেনের পাশে আছি এবং আমরা শেষ অবধি থাকব–'as long as it takes'–সব সম্পদ, সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে। সার্বিকভাবে বলা যায় রাশিয়াকে পরাস্ত করা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বর্তমানের পরোক্ষ যুদ্ধ নীতি থেকে সরে আসবে না। অভিযোগ এসেছে ইউক্রেনের কমান্ড সেন্টার মূলত চালাচ্ছে ন্যাটোর সামরিক বিশেষজ্ঞরা। প্রশিক্ষণ ছাড়াও সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রেও আধুনিক অস্ত্র চালানোর মহড়া দিয়েছে ন্যাটোর অফিসারেরা। ২০১৪ সালের পর থেকে প্রতি বছর দশ হাজার করে ইউক্রেনীয় সেনাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে ন্যাটো বাহিনী। এভাবে করে একটা প্রক্সি যুদ্ধ চালাচ্ছে মার্কিন বাহিনী ও ন্যাটো রাশিয়ার বিরুদ্ধে। সরাসরি তারা ইউক্রেন ফ্রন্টে অংশ নিতে পারছে না, কারণ তা করার অর্থ হবে রাশিয়ার সাথে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জড়ানো। এর অর্থ হবে–তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। আর পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তা গোটা ইউরোপকেই শ্মশানে পরিণত করবে।

ন্যাটো বলছে 'এই যুদ্ধ গণতন্ত্রের সাথে স্বৈরতন্ত্রের'!!

ন্যাটো জোটভুক্ত দেশসমূহের বয়ান হচ্ছে, রাশিয়ার সাথে এই লড়াই গণতন্ত্রের সাথে স্বৈরতন্ত্রের। রাশিয়াকে জিততে দিলে এই আগ্রাসন আরও বাড়বে। পূর্ব ইউরোপের বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, মোলদভা, পোল্যান্ডসহ প্রি-বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ যাদের সাথে রাশিয়ার আছে অভিন্ন সীমান্ত তারাও আক্রান্ত হবে। ন্যান্সি পোলসি, বরিস জনসন বা এন্থনি বিণ্ডঙ্কেন একাধিকবার কিয়েভে এসে তাদের এই অবস্থান পরিষ্কার করেছেন এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনেস্কিকে শান্তি বৈঠকে যেতে নিরস্ত করেছেন। যদিও ন্যাটোভুক্ত জোটভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডে অটোক্রেটিক শাসন চলছে। ইতালি, তুরস্কেই কর্তৃত্ববাদী শাসন চলছে। সুইডেনে সাম্প্রতিক সময়ে কট্টর ডানপন্থিরা ক্ষমতায় এসেছে। আসলে কর্তৃত্ববাদী শাসন পাশ্চাত্যের সাথে বন্ধুত্বের নির্ণায়ক আগে কখনো ছিল না এখনও নয়। রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লাভরভ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে এই নীতিটি আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কর্তৃত্ববাদীরাও লিবারেল পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্য বিস্তারে অংশীদার হতে পারে। এটা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'He may be son of a bitch, but he is our son of a bitch'। একইভাবে আমরা দেখি ভারতের মোদি 'এটা যুদ্ধের যুগ নয়' বলে মন্তব্য করার পর পাশ্চাত্যে ব্যাপক সমাদৃত হন। কিন্তু এই মোদিই তার নিজের দেশে গণহত্যাসহ সাম্প্রদায়িক নানা উসকানির হোতা সে বিষয়ে এ সকল সাম্রাজ্যবাদীরা একেবারে নিশ্চুপ। অর্থাৎ এদের যখন যাকে স্বার্থের জন্য কাজে লাগে তাকেই কাছে টেনে নেয়। আর স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলেই গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের জন্য হুমকি বলে আক্রমণ করতে দ্বিধা করবে না। এই নীতি– আমেরিকা, জার্মানি, রাশিয়া, চীন, ভারত সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ইউক্রেন আক্রমণের পটভূমি : মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পাতা ফাঁদে পা দিল রাশিয়া

রাশিয়ার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, এই সংকট তৈরি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ন্যাটো। বার্লিন দেয়ালের পতনের পর ন্যাটো কথা দিয়েছিল যে, প্রাক্তন ওয়ারশ জোটভুক্ত দেশগুলো কখনোই ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত হবে না। তারা অস্ট্রিয়া বা সুইজারল্যান্ডের মতো নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে থাকবে। ১৯৯০ সালে গর্ভাচেভ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস বেকারের কাছে বিষয়টি তুলেছিলেন এবং বেকার মৌখিকভাবে এতে সম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু পরে সিনিয়র বুশ তা অস্বীকার করেন এবং ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে ন্যাটো ক্রমশই পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং একের পর এক পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্র ন্যাটোর সদস্য হিসেবে যুক্ত হতে থাকে। এটা রাশিয়ার অন্যতম ক্ষোভের কারণ। ১৯৯৯ সালে প্রথম যোগ দেয় চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ড, ২০০৪ সালে যোগ দেয় আরও ৭টি দেশ বুলগেরিয়া, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, রুমানিয়া, স্লোভাকিয়া ও স্লোভেনিয়া। ২০০৮ সালে ন্যাটোর সম্মেলনে জর্জিয়া ও ইউক্রেনকে ন্যাটোর সদস্য করার অঙ্গীকার করা হয়। রাশিয়া এর তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং ঘোষণা করে, প্রথমত ন্যাটো তার প্রতিশ্রুতি ভেঙে ক্রমেই পূর্বদিকে যাত্রা শুরু করেছে, কিন্তু সেটা ছিল রাশিয়া থেকে অনেক দূরে। ইউক্রেনের সাথে রাশিয়ার রয়েছে হাজার মাইলের সীমান্ত, রয়েছে জর্জিয়ার সাথে সীমান্ত। এখন ন্যাটো যদি তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তবে তা রাশিয়া সহ্য করবে না। সমস্যাটা আরও প্রকট হয় ক্রিমিয়া রাশিয়ার সাথে যুক্ত হওয়ার পর। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ক্রিমিয়া রাশিয়ারই অংশ ছিল। ক্রুশ্চেভ এটা ইউক্রেনকে উপহার হিসেবে দেন। ক্রিমিয়া হাতছাড়া হওয়ার পর ইউক্রেনের জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহ রাজনৈতিকভাবে আরও সংগঠিত হতে থাকে। ২০১৪ সালের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদদে কথিত মেইডেন বিপ্লবের মাধ্যমে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ইউক্রেনের ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ সরকারকে উৎখাত করা হয়। ইয়ানুকোভিচ পালিয়ে রাশিয়ায় চলে যান। সে ইউক্রেনের ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের বিরোধী ছিলেন। এখন নানা তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে কথিত এই মেইডেন বিপ্লবের পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ন্যাটোর কিছু দেশ, ইউক্রেনের ভেতরে তথাকথিত আজভ-ব্যাটালিয়ন ও নব্য নাৎসি গ্রুপের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মদদ ছিল। ২০১৪ এর শুরুতে ভিক্টোরিয়া নল্যান্ড এসিস্ট্যান্ট ইউএস সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইউরোপিয়ান এন্ড ইউরেশিয়ান এফেয়ার্স, এটা পরিষ্কার করেন যে মার্কিন বা ন্যাটোর এই আধিপত্য শুধুমাত্র ইউক্রেনের জন্য নয় সমগ্র ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য। এটা স্পষ্ট হয় যখন ইউক্রেনের মার্কিন রাষ্ট্রদূত জিওফ্রে প্যাট এর সাথে তার গোপন ফোনালাপ ফাঁস হয়ে যায়। যেখানে তারা ইউক্রেনের পরবর্তী সরকার নিয়ে আলাপ করছিলেন। সেখানে নল্যান্ড বলেন আর্সেনি ইয়াতসেনুককেই ইউক্রেনের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী করতে

হবে এবং কিছু সুনির্দিষ্ট নেতাদের নাম উল্লেখ করে বলেন, এদের সরকারের বাইরে রাখতে হবে। উত্তরে প্যাট যখন বলেন, ইইউ এটা মানবে না। ক্ষিপ্ত হয়ে নল্যান্ড প্রত্যুত্তরে ইউকে-কে নোংরা গালি দিয়েছিলেন যার প্রত্যুত্তরে। তৎকালীন জার্মান চ্যান্সেলর এঙ্গেলা মার্কেল মন্তব্য করেন, নল্যান্ডের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু ইইউ কিংবা মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। সে বছর আর্সেনি ইয়াতসেনুকই ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী হন, এবং দুর্নীতির দায়ে উৎখাত হওয়ার আগে দুই বছর রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন।

ইউক্রেন থেকে ক্রিমিয়ার বিচ্ছিন্ন হওয়া ও দনেতস্ক এবং লুহানস্ক এর স্বায়ত্তশাসন এসবই ২০১৪ এর মেইডেন বিপ্লবের ফল। ১৭৮৩ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ক্রিমিয়া রাশিয়ারই অংশ ছিল। সোভিয়েত সংশোধনবাদী নিকিতা ক্রুশ্চেভ ক্রিমিয়ার জনগণের মতামতের কোন তোয়াক্কা না করে ক্রিমিয়াকে ইউক্রেনের সাথে যুক্ত করে দেয়। যখন এরা সবাই সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ। তাই এটা আশ্চর্যের কোন বিষয় নয় যে ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত গণভোটে ৯৭ শতাংশ ভোট রাশিয়ার সাথে যুক্ত হওয়ার পক্ষে পড়ে। আবার ইউক্রেনের শাসনক্ষমতায় যখন মার্কিন/ন্যাটো সমর্থিত শক্তি আসে ফলে ক্রিমিয়ার জনগণের রাশিয়ার সাথে সংযুক্তি কিংবা লুহানস্ক বা দনেতস্ক এর স্বাধীনতার ঘোষণা একটা অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই আসে। সে সময় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বা ইউক্রেনের দালাল সরকার একে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিহত করতে পারেনি।

ইয়ানুকোভিচ সরকারের পর মার্কিনপন্থি পরোশেংকো বা জেলেনেস্কি সরকার ক্ষমতায় আসলেও ইউক্রেনের পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। সুশাসন ও গণতন্ত্রের সূচকে ইউক্রেনের অবস্থান ক্রমাগত নীচে নামতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসব অধোগমণ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তারা পরিকল্পনা করছিল এই সুযোগে কীভাবে ইউক্রেনকে রাশিয়ার কাছ থেকে আরও দূরে সরানো যায়। এই লক্ষ্যে ইউক্রেনের সংবিধানে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয় দুর্নীতিবাজ পরোশেংকো সরকারের সময়। যেখানে বলা হয়, 'The President of Ukraine is a guarantor of the implementation of the strategic course of the state for gaining full-fledged membership of Ukraine in the European Union and North Atlantic Treaty Organization.' জেলেনেস্কি সরকার গঠন করার পরেও তার পক্ষে সম্ভব নয় ইউক্রেনকে ন্যাটোর কবল থেকে রক্ষা করা। কেননা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা হিসেবেই তাকে ন্যাটোর দিকে নিয়ে যেতে হবেই। আর বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এই প্রক্রিয়া আরও জোরেশোরে শুরু হয়। ২০২১ সালের ১৭ নভেম্বর ইউক্রেন ও আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মধ্যে স্ট্রাটেজিক পার্টনারশিপ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফেব্রুয়ারি অভিযানের শুরুতে তাই পুতিন তিনটি শর্ত রাখেন। এক. ক্ষমতার বলয় থেকে আজভ ব্যাটালিয়নের মতো নাৎসি চক্রকে সরিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয়, বিশ্বযুদ্ধে জার্মান বাহিনীকে সহযোগিতাকারী ছিল ইউক্রেনের স্তেপান ব্যান্ডেরা ও তার দলবল। সেই ব্যান্ডেরাকে ইউক্রেনের 'জাতীয় বীর'-এর সম্মান দেয়া হয় আজভদের চাপে যদিও তাতে জেলেনেস্কির নিজেরও আপত্তি ছিল। দুই. ইউক্রেনকে জোট নিরপেক্ষতার নীতি মেনে চলতে হবে, কোনভাবেই ন্যাটোতে যোগ দেয়া চলবে না। তিন. ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চল ডনবাস এলাকায় বসবাসরত রুশ ভাষাভাষী জনগষ্ঠীকে নিরাপত্তা দিতে হবে। লুহানস্ক ও দানিয়েতস্ক প্রজাতন্ত্রকে 'অটোনমি' বা স্বাধীন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। ইউক্রেন এই তিন শর্তের কোনটাতেই রাজি হয়নি। যার পরিণতি এই যুদ্ধ।

জার্মানি ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন নিজেদের আর্থিক ক্ষতির সম্ভবনা জেনেও কেন মার্কিন পরিকল্পনায় শামিল হলো?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমাগত নানা উস্কানি দিয়ে রাশিয়াকে ইউক্রেন আক্রমণে প্রলুব্ধ করে তোলে। প্রথমে সে জার্মানিকে চাপ দেয় এই অঙ্গীকার করতে যে, রাশিয়া যদি ইউক্রেন আক্রমণ করে তবে জার্মানি যার সবচেয়ে বেশি দরকার নর্ড স্ট্রিম ২ পাইপলাইন সে রাশিয়ার সাথে এই চুক্তি বাতিল করবে। ২০২১ সালের মধ্য নভেম্বরে এসে পুতিন বুঝতে পারে জার্মানি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করেই চলছে এবং সে নর্ড স্ট্রিম পাইপলাইন সচল করতে চায় না, যদিও তা জার্মান একচেটিয়া পুঁজিপতি ও জনগণের স্বার্থ বিরোধী। মার্কিন প্ররোচনায় পড়ে এই পাইপলাইন বন্ধ করে দিয়ে জার্মান নেতৃত্বাধীন ইইউও পুতিন রেজিমের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। যখন জার্মানি ন্যাটোর পরিকল্পনায় শামিল হলো, মার্কিনিরা তখন রাশিয়াকে আরও বেশি চাপ প্রয়োগ করল ইউক্রেন আক্রমণের জন্য। ইউক্রেন আসলে একটা দাবার গুটির মতো ব্যবহৃত হতে থাকল।

২০১৭ সালের জুন মাসে জার্মানি, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া এবং ইউরোপীয়ান কমিশন মার্কিন সিনেটের দেয়া রাশিয়ার নর্ড স্ট্রিম পাইপলাইনকে লক্ষ্য করে দেয়া নিষেধাজ্ঞার সমালোচনা করে। তারা এটাও বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের জ্বালানি সরবরাহকে হুমকির মুখে ফেলছে। অস্ট্রিয়ান চ্যান্সেলর কার্ন এবং জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী গাব্রিয়েল এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, 'ইউরোপের জ্বালানি সরবরাহ ইউরোপের বিষয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়। ইউরোপের কোম্পানিগুলোকে যদি তারা রাশিয়ার সাথে কাজ করতে বাধা দেয় তবে তা মার্কিন-ইউরোপ সম্পর্কে অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে'। জার্মান অর্থমন্ত্রী অলাফ স্কলজ এই ধরণের সাংশনকে জার্মানি ও ইউরোপের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অত্যন্ত গর্হিত হস্তক্ষেপ বলে অভিহিত করেন। Forsa, একটি জার্মান মার্কেট রিসার্চ এবং মতামত সংগ্রহকারী কোম্পানি ২০২১ সালের মে মাসে তাদের স্টাডিতে দেখায়, ৭৫ শতাংশ জার্মান চায় নর্ড স্ট্রিম ২ পাইপলাইন হোক, ১৭ শতাংশ এর বিরোধিতা করে। পূর্ব ইউরোপীয় সম্পর্কবিষয়ক জার্মান কমিটি সমালোচনা করে বলে, এই ধরণের মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এবং বাধা জার্মানি ও ইউরোপের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য হুমকি। তাই এটা গোটা দুনিয়াকে হতবাক করে দেয় কীভাবে ইউরোপ ও জার্মানি মুহূর্তের মধ্যে তাদের অবস্থান পাল্টে ফেলে এবং এই রকম মার্কিন হস্তক্ষেপের কাছে নিজেদের সমর্পণ করে। এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো বাহিনীর ক্রমাগত সামরিক হুমকির মুখেই জার্মান সরকার এবং গোটা ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই অবস্থান নিয়েছে।

গত বছর যুদ্ধ শুরুর আগে ২৪ জানুয়ারি ফ্লোরিডার বোকা রতনে ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ স্টেট চেম্বারস (NASC) এর সভায় ইউক্রেনকে সশস্ত্র করা একটি 'বড় ব্যবসার সুযোগ' বলে অভিহিত করেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি।

বণ্যাকরক, গোল্ডম্যান শ্যাক্স এবং জেপি মরগানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তিনি বলছেন, 'কিয়েভে ইতিমধ্যেই অর্থ ও সামরিক শিল্পের কিছু বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছে, সেখানে কাজ করতে আগ্রহী যে কোনও মার্কিন কোম্পানির সে সুযোগ আছে। এর মাধ্যমে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নিতে মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলো আবার চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে। আমরা ইতিমধ্যেই বণ্যাকরক, জেপি মরগান

এবং গোল্ডম্যান শ্যাক্সের মতো আর্ন্তজাতিক আর্থিক ও বিনিয়োগ জগতের জায়ান্টদের সাথে একযোগে কাজ করছি। স্টারলিংক বা ওয়েস্টিংহাউসের মতো মার্কিন ব্র্যান্ডগুলি ইতিমধ্যেই ইউক্রেনের অংশ হয়ে উঠেছে'।

জেলেনস্কির মতে, 'সকল সেক্টরেই ইউক্রেনের সাথে বড় ব্যবসার সুযোগ আছে, অস্ত্র, প্রতিরক্ষা থেকে নির্মাণ খাত, যোগাযোগ থেকে কৃষি, পরিবহন থেকে আইটি, ব্যাংকিং খাত কিংবা ওষুধ শিল্প ইত্যাদি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিয়েভে যে অস্ত্র সরবরাহ করেছে তার প্রশংসাও করেছেন তিনি।

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর গত বছর জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ায় তেল ও গ্যাস এর বৃহৎ কোম্পানী শেল রেকর্ড বার্ষিক মুনাফার কথা জানিয়েছে। ২০২২ সালে তাদের মুনাফা ছিল ৩৯.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের বছরের মোট দ্বিগুণ এবং গত ১১৫ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

মার্কিন প্রচারমাধ্যমগুলোও যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে মুনাফা করছে

যুদ্ধের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যুদ্ধ সম্পর্কিত বয়ান বা ধারাবিবরণী। যুদ্ধের প্রতিদিনের সর্বশেষ অবস্থা এখন বড় বিনোদন বাণিজেরও অংশ। এর সাথে জড়িয়ে আছে বিবিসি, সিএনএন, আল-জাজিরা, ডয়েচে ভেলে, নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্টসহ সকল জায়ান্ট সংবাদ মাধ্যমগুলো। এদের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি বা অবস্থানের ওপর নির্ভর করে কে কীভাবে কোন বয়ানকে প্রতিনিধিত্ব করবে? ২০২২ সালের শুরুতেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর প্রচারমাধ্যমগুলো রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করতে যাচ্ছে প্রচার করতে লাগল। শুরুর দিকে এই সকল করপোরেট মিডিয়ার লোকজন ইউক্রেনের রাশিয়ান বর্ডারের দিকে গিয়ে খুব অল্প সংখ্যক মানুষই পেয়েছে যারা রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ নিয়ে চিন্তিত। এমনকি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনেস্কিও মার্কিনিদের এই ধারাবাহিক সতর্কবার্তা ও মার্কিন প্রচার মাধ্যমের এই প্রচারে সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু নানা পরিস্থিতির পর রাশিয়ান সৈন্যবাহিনী যখন ইউক্রেন সীমান্তে অবস্থান নিল তখনই পুঁজিবাদী প্রচারমাধ্যমগুলো একযোগে নাকি কান্না শুরু করে দিল। বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী গণমাধ্যমগুলো যেমন CNN, MSNBC, NPR, New York Times ইত্যাদি একযোগে প্রচার করল ইউক্রেনের অসহায় ও দুর্বল জনগোষ্ঠী রাশিয়ার নির্মম ও নিষ্ঠুর আক্রমণের শিকার হচ্ছে। কিন্তু একই প্রচার মাধ্যমে যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির যে তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে তার চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। ইউক্রেনের বেসামরিক লোকজনের হতাহতের সংখা ছিল খুবই সামান্য। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদদপুষ্ট কিছু অভিনেতারা সমস্বরে বলে উঠলেন, জেলেনেস্কি কৌতুক অভিনেতা ছিলেন, তিনি তো আমাদেরই লোক। অন্যদিকে রাশিয়া ও বেলারুশের সকল এথলেটদের নিষিদ্ধ করা হলে সামনের সকল ইভেন্ট থেকে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিও একই কাজ করল। জন্মভূমির কৃত অপরাধের জন্য উইম্বলডন টেনিস টুর্নামেন্ট থেকে রাশিয়া ও বেলারুশের খেলোয়াড়দের নিষিদ্ধ করা হলো। এভাবে ইউক্রেন আক্রমণের কয়েকদিনের মাথায়ই রাশিয়াকে একটি নিষিদ্ধ দেশে পরিণত করা হলো।

পুঁজিবাদী পথে হেঁটেই রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তিতে পরিণত হলো

পুতিন এবং রাশিয়ান পুঁজিপতিদের এই রাজত্ব দুর্নীতির জন্য সুপরিচিত। রাশিয়ান বিলিওনিয়ার ধনকুবের যারা সোভিয়েতের সম্পদ যা সোভিয়েতের শ্রমিক শ্রেণি দশকের পর দশক ধরে সৃষ্টি করেছে অসাধারণ আত্মত্যাগ আর সংগ্রামের মাধ্যমে তা এরা লুট করেছে। পুতিনের একগুয়েমি এবং এ-সকল ভূমিকার কারণে রাশিয়ার জনগণ এবং ডনবাস এবং ইউক্রেনসহ সকল জায়গারই শ্রমিক শ্রেণি থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এমনকি এই রাশিয়ান রেনেগেডরা এই পশ্চিমের পুঁজিপতিদের সাথে লড়াই করার বদলে এর সাথে মিলেই তারা লুটপাট চালাতে চায়। এর আলোকেই পুতিন সরকার ইউক্রেনের এই সংবেদনশীল পরিস্থিতি সামলাতে চায় যার পরিণতি এর চেয়ে খারাপ হতে পারে না।

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের মাত্র কয়েকদিন আগেই তার দনেতস্ক এবং লুহানস্ককে স্বীকৃতি দেয়, যদিও তারা আট বছর ধরে নিজেদের রাষ্ট্র পরিচালনা করে আসছে। ইউক্রেন আক্রমণের প্রাক্কালে রাশিয়ার জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে পুতিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি বাহিনীকে পরাস্ত করতে রুশদের বীরোচিত সংগ্রামের সোভিয়েত ব্যানারকে ব্যবহার করে। একই সাথে পুতিন দাবি করে, ২০২২ সালের লক্ষ্য হচ্ছে ইউক্রেনকে নাৎসিমুক্ত করা। কিন্তু নিজের বিশাল সম্পদের পাহাড় এবং রাশিয়ান ধনকুবের যারা সোভিয়েতের সম্পদ চুরি করেছে তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সে ভুলে গেছে জাতি প্রশ্নে মহান লেনিনের শিক্ষা, বিশেষভাবে শ্রমিক শ্রেণি অবশ্যই জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে শ্রদ্ধা করবে। লেনিন-স্ট্যালিন এর পথ যা বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির বিকাশে সহযোগিতা করে তাকে পুতিন প্রত্যাখ্যান করেছে। একই সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান নাৎসি বাহিনীকে পরাস্ত করতে স্ট্যালিন এবং সোভিয়েত জনগণের বীরোচিত ভূমিকাকেও সে অবজ্ঞা করেছে। ১৯৯৮ সালে রাশিয়া জি-৮ এ যোগ দেয়, যা ৮টি বৃহৎ, উন্নত এবং অধিকাংশই ন্যাটো সদস্যদের ফোরাম। ২০১২ সালে রাশিয়া বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় যোগ দেয়। এধরণের অর্থনৈতিক বন্ধন রাশিয়ার জন্য নতুন বাজার এবং পুঁজি একই সাথে পশ্চিমের সাথে রাজনৈতিক সখ্যতাও গড়ে তোলে। এটা সহজেই বোঝা যায় যে এর মাধ্যমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে টিকিয়ে রাখতেও সে ভূমিকা রাখে। শীতল যুদ্ধের শেষে মার্কিন ও পশ্চিমা পুঁজিপতিরা যখন হানিমুন পিরিয়ড পার করছিল সে সময়ে সোভিয়েত বিরোধী এই ন্যাটো বাহিনীকে বিলুপ্ত করার দাবি তোলার বদলে অধপতিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত কিছু রাশিয়ান নেতারা রাশিয়া যেন ন্যাটোতে যোগ দেয় এমন চিন্তার প্রচার করছিল। ১৯৯০ সালে জার্মানি একত্রীকরণের মধ্যস্থতা করার সময়ে মার্কিন স্টেট সেক্রেটারি জেমস বেকারের কাছে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি'র সাধারণ সম্পাদক গর্ভাচেভ বলেছিলেন, 'যদি তোমরা বল ন্যাটো আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করবে না, তাহলে আমরা ন্যাটোতে যোগ দেয়ার প্রস্তাব করছি'। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়েলেতসিন ন্যাটোর কাছে লেখা চিঠিতে বলেন, রাশিয়ার দীর্ঘ মেয়াদি লক্ষ্য হচ্ছে ন্যাটোতে যোগ দেয়া। চলচ্চিত্রকার অলিভার স্টোনকে দেয়া সাক্ষাৎকারে পুতিন বলেন, ২০০০ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের মস্কো সফরকালে ন্যাটোতে যোগ দেয়ার সম্ভাব্যতা নিয়ে তাদের আলাপ হয়েছিল। ড্যানিশ সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাসমুসেন যিনি

২০০৯-২০১৪ পর্যন্ত ন্যাটোর সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন তার ভাষ্যমতে পুতিন জামানার শুরুর দিকে অর্থাৎ ২০০০-২০০১ সালে পুতিন রাশিয়ার ন্যাটোতে যোগ দেয়ার বিষয়ে অনেক বিবৃতি দিয়েছেন। ইউক্রেন আক্রমণের অল্প কিছুদিন আগেই ব্রিটিশ লেবার ডিফেন্স সেক্রেটারি রবার্টসন যিনি ১৯৯৯-২০০৩ সাল পর্যন্ত ন্যাটোর দায়িত্বে ছিলেন তিনিও পুতিনের ন্যাটোতে যোগ দেয়ার আগ্রহের বিষয় নিশ্চিত করে বলেছেন, পুতিনের সাথে তার প্রথম মিটিং-এ পুতিন এটা স্পষ্ট করেন যে রাশিয়া পশ্চিম ইউরোপের অংশ হতে চায়। রবার্টসনের বয়ানে জানা যায় পুতিন বলেন, কখন তোমরা আমাদের ন্যাটোতে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানাবে? তারা নিরাপদ, সমৃদ্ধিময় পশ্চিমের অংশ হতে চায়। ২০০৯ সালে রাশিয়া ন্যাটো বাহিনীকে আফগানিস্তানে তাদের বেসামরিক জিনিস পরিবহণের জন্য নিজেদের স্থলভাগ ব্যবহারের অনুমতি দেয়। ২০১১ সালের মাঝামাঝি ন্যাটো এবং রাশিয়া যৌথভাবে প্রথমবারের মতো জেট এবং সাবমেরিন এক্সারসাইজ করে।

গণতন্ত্রের জন্য ন্যাটোর এই মায়াকান্না নতুন নয়

এক দেশ ইচ্ছে করলেই আরেক দেশে নিরাপত্তার অজুহাতে হামলা করতে পারে না। যদিও এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ন্যাটোভুক্ত দেশ অন্য দেশে আক্রমণ করেছে। আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়ায় এমন আগ্রাসন নিকট অতীতেই বিশ্ববাসী দেখেছে। কিন্তু তারপরেও ইউক্রেনের সার্বভৌমত্বের যুক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। ইউক্রেনের এই মৃত্যুপুরী হওয়ার পেছনে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মদদদাতা ন্যাটো উভয়ই দায়ী। প্রাণ হারাচ্ছে ইউক্রেনের সাধারণ জনগণ। ইউক্রেনে চলছে আনুষ্ঠানিক মার্শাল ল। এই সামরিক আইনে কোন বিরুদ্ধমতের জন্য রয়েছে কঠোর ও চরম শাস্তির ব্যবস্থা। সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকেই মিলিটারি বা প্যারা মিলিটারি প্রশিক্ষণ নিতে হচ্ছে। এ কারণে ইউক্রেনের উদ্বাস্তুদের ৯০ শতাংশই নারী ও শিশু। জেলেনেস্কির শাসনের ভাল-মন্দ, ইউক্রেনীয় সামরিক কৌশলের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে কোন কথা বলবার স্বাধীনতা নেই। ১৯৯৪ সালের বুদাপেস্ট মেমোরেন্ডামে রাশিয়া ও পাশ্চাত্যের অধিকাংশ ক্ষমতাধর রাষ্ট্রই (ফ্রান্স বাদে) স্বাক্ষর করেছিল। তা অনুযায়ী ইউক্রেনের সকল পারমাণবিক অস্ত্র-সরঞ্জাম রাশিয়ার কাছে ন্যস্ত করা হয়েছিল, যদিও পারমাণবিক জ্বালানির চুল্লিগুলো চালু রাখা হয়। ইউক্রেন এই চুক্তি মেনে নেয় এই শর্তে যে তার নিরাপত্তার গ্যারেন্টি দেবে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং যুক্তরাজ্য। সেখানে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, 'to respect the independence and sovereignty and the existing borders of Ukraine' and 'to refrain from the threat or use of force' against the country. স্পষ্টতই এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি রাশিয়া। অথচ এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়েই ইউক্রেন রাশিয়ার হাতে তুলে দিয়েছিল ১৯০০ স্ট্রাটেজিক নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড। ২০১৯ সালে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে স্বাক্ষরিত মৈত্রী চুক্তি শেষ হয়ে যায়, পাশ্চাত্যের চাপে পড়ে ইউক্রেন সেটা আর নবায়ন করেনি।

সাম্রাজ্যবাদী যুগের অবসান ছাড়া

যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে না

এই যুদ্ধ একটি আন্তসাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। মহান লেনিন আমাদের দেখিয়েছেন আজকের এই পুঁজিবাদের অবক্ষয় এবং সাম্রাজ্যবাদের যুগে তিনটি মৌলিক দ্বন্দ্ব সক্রিয় থাকে। এগুলো হচ্ছে শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্ব, ঔপনিবেশিক শাসন ও নিপীড়িত জনতার দ্বন্দ্ব এবং সাম্রাজ্যবাদ বনাম সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে এই দ্বন্দ্ব কাজ করে প্রধানত সস্তা শ্রম এবং বাজার দখলকে কেন্দ্র করে। সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরীণ এই দ্বন্দ্ব গোটা দুনিয়ায় মহামূল্যবান জ্বালানি যেমন তেল-গ্যাস, পানি এবং কৃষি জমি, খনিজ সম্পদ, অভ্যন্তরীণ বাজার এবং সস্তা শ্রমের দখল ও একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এরা দেশসমূহকে বাধ্য করে উচ্চমূল্যে অস্ত্র কিনতে এবং তাদের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সেগুলোর প্রয়োজন না থাকলেও তাকে গ্রহণ করতে। এই আন্তসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব প্রায়শই দেশগুলোকে যুদ্ধে জড়াতে বাধ্য করে। যেমন আমরা দেখেছি দুটি বিশ্বযুদ্ধে। কয়েক দশক ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়াব্যাপী এই কর্তৃত্ব করে
বেড়াচ্ছে, এর আগে যেমন করেছে ব্রিটেন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘদিন ধরে বৈশ্বিক সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব করার অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু আজকের সময়ে এসে সেই কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে চীনের ভূমিকার কারণে এবং চীনকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে পুতিনের রাশিয়া। আজকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ধরে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে একচেটিয়া অস্ত্রের বাজার, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং তথ্য প্রযুক্তির সরঞ্জামের মেধাসত্ব ধরে রাখা এবং কথিত নয়া উদারনৈতিক অর্থনৈতিক নীতির সম্প্রসারণ অর্থাৎ অন্যান্য দেশসমূহকে মার্কিন ঋণ এবং বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল করে রাখা।

লেনিন দেখিয়েছেন, 'একচেটিয়া, ধনকুবেররা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের পরিবর্তে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালায়। মুষ্টিমেয় ধনী বা শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো ছোট বা দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে শোষণ করে এবং এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকেই চিহ্নিত করে। এটা যত বাড়তে থাকে তত বেশি পুঁজি রপ্তানি করে বুর্জোয়ারা নিজেদের আখের গোছাতে থাকে। সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদ আগের চেয়ে অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পায় কিন্তু এই বৃদ্ধি আরও বেশি অসমতা সৃষ্টি করে, যা চূড়ান্তভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্ষয়কেও ত্বরান্বিত করে'। (পৃষ্ঠা-১৫০, সাম্রাজ্যবাদ : পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়)।

এই মুহূর্তে আমরা দেখি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে ওয়াল স্ট্রিট এর অর্থলগ্নিকারী পুঁজিপতিরা ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে। বাইডেন প্রশাসন 'ইউক্রেনের জন্য সহযোগিতার' অংশ হিসেবে ধীরে ধীরে যে 'গ্রিন এনার্জি' ব্যবহারের প্রচলন শুরু হচ্ছিল তাকে বন্ধ করে দিচ্ছে। আরও বেশি জীবাশ্ম জ্বালানি উত্তোলন ও ব্যবহার, আরও বেশি ড্রিলিং হচ্ছে। মার্কিন সামরিক সংস্থাগুলো তাদের প্রাণঘাতি অস্ত্রের মহড়া দিচ্ছে। এর ফলে অস্ত্রের বাজারের বিশাল সম্প্রসারণ হচ্ছে বিশেষ করে ইউরোপে। তেল ও গ্যাস এর দাম আকাশ ছোঁয়া। মার্কিনদের ঋণ ও পুঁজির বাজার আরও বেশি স্ফীত হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী হয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে স্থবির করেছে। তাদের সবচেয়ে বড় জ্বালানি সরবরাহকারী দেশে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। আর এর ফলে ইউরোর মূল্য হ্রাস পেয়েছে, বেড়েছে ডলারের মূল্য।

এই যুদ্ধের প্রধান সকল পক্ষগুলোই দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণির শত্রু। এরা প্রত্যেকেই সেটা ইউক্রেনের জেলেনেস্কি কিংবা রাশিয়ার পুতিন কিংবা জার্মান চ্যান্সেলর স্কলজ অথবা মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন নিজেদের সৃষ্ট এই সংকটকে যুদ্ধের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। মূল্যস্ফীতি যা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণির প্রকৃত মজুরি কমিয়েছে, শ্রমিকদের ক্রয়ক্ষমতাকে সংকুচিত করছে এর দায় তারা যুদ্ধের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। দুনিয়াব্যাপী পুঁজিপতিদের দম ফেলার সুযোগ করে দিয়েছে এই যুদ্ধ। দেশে দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও তার রক্ষকেরা মানুষের জীবনের এই সংকটে নিজেদের দায় এড়িয়ে অন্যদেশের শাসকদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে।

ইউক্রেন যুদ্ধের সবচেয়ে ক্ষতির শিকার হচ্ছে ইউক্রেন ও রাশিয়ার জনগণ যাদের যুদ্ধের এই ভয়ানক বোঝা টানতে হচ্ছে। কিন্তু গোটা বিশ্বজুড়ে খাদ্য ও পানীয় জলের সংকট এবং এই অর্থনৈতিক অস্থিরতা, একই সাথে বৈশ্বিক উষ্ণতার বৃদ্ধি, গৃহহীন হয়ে পড়া, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংকট প্রকট হচ্ছে। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার সৃষ্ট এই সংকটের ভুক্তভোগী হচ্ছে সারা দুনিয়ার জনগণ।

এই যুদ্ধ অব্যাহতভাবে চলতে থাকলে তা পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতার দিকে পৃথিবীকে ঠেলে দিতে পারে। বিংশ শতাব্দীর দুটি বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল সোভিয়েত জনগণ মহান লেনিনের শিক্ষার দ্বারা পরিচালিত হয়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় বলশেভিকরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল। রাশিয়ার জনগণ বুঝেছিল এই যুদ্ধ থেকে বের হওয়ার একমাত্র উপায় কমিউনিস্টদের শক্তিশালী করা এবং রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তারা সম্পন্ন করেছিল। যা দেখে ভীত হয়ে পড়ে জার্মানি, হাঙ্গেরিসহ অন্যান্য পুঁজিবাদী বিশ্ব যা শান্তি আনতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও আমরা দেখি জার্মানির ফ্যাসিস্ট নাৎসি বাহিনীকে পরাস্ত করে জনতার বিজয় অর্জনে নেতৃত্ব দেয় সোভিয়েত রেড আর্মি। ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন ফ্যাসিবাদ বিরোধী জোট মুসোলিনীকে পরাস্ত করে। সাম্রাজ্যবাদী জাপানকে পরাস্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। দুই বিশ্বযুদ্ধেই লেনিনবাদ শ্রমিকশ্রেণির রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে দুনিয়াব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় মূখ্য ভূমিকা পালন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের নেতৃত্বে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব ঘটানোর মধ্য দিয়ে। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লেনিনবাদী মতাদর্শে গড়ে ওঠা সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল এর রেড আর্মি জার্মানি ও জাপানকে পরাস্ত করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতি টানে।

তাই আজকেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় এই যুদ্ধ এবং যুদ্ধব্যবসার পরিসমাপ্তি ঘটাতে হলে শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক মতাদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনিবাদের ভিত্তিতে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং জঙ্গি শান্তি আন্দোলনের লক্ষ্যে দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিকল্প নেই।